দুরন্ত সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২০, ৭ জুন, ২০২৩ মূল্য ১০ টাকা ১৬ পাতা RNI Registration No. WBBEN/2009/30683

স্বাস্থ্যে শিলিগুড়ি হবে বাংলার ব্যাঙ্গালোর ! ৯

আড়াই লাখি মিয়াজাকি আম ১১

অঙ্গীকার

৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের শিলিগুড়িতে সবুজায়নই ভবিষ্যৎ। তৃণমূল পরিচালিত মহকুমা পরিষদের বর্ষপূর্তিতে ৩০ হাজার গাছ লাগানোর অঙ্গীকার সভাধিপতি অরুণ ঘোষের।

জোট

পঞ্চায়েত দখল করতে নয়, বরং পরিবেশ বাঁচাতে জোট হয়েছে শিলিগুড়িতে। শহরের ৩০-৩৫টি পরিবেশপ্রেমী সংস্থা মিলেমিশে তৈরি করেছে 'উত্তরের পরিবেশ মঞ্চ'। ৪ জুন তারা সাইকেলে চেপে তরাই থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিয়েছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছে ন্যাফ। অনিমেষ বসু জানিয়েছেন,'পরিবেশ নিয়ে এখনও না ভাবলে পরবর্তী প্রজন্মকে ভুগতে হবে।'

ভোট

পঞ্চায়েত ভোট ৮ জুলাই। মনোনয়ন জমা শুরু হয়ে গেছে। শিলিগুড়ি বাদে সমতলের সর্বত্র ত্রিস্তর নির্বাচন। পাহাড়ে হবে দ্বিস্তরীয়। সব দল লড়াই করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ে এবার অনীত থাপা আত্মবিশ্বাসী জয়ের বিষয়ে। বিমল গুরুংদের অবস্থা সঙ্গীন। জোট ঘোটের পরিকল্পনা চালাচ্ছে। সমতলে আবার বিরোধীদের দফারফা অবস্থা। তার ওপর একদফায় ভোট। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে না। আশঙ্কা থাকবে, এটাই সত্যি।

ইদানিং

শিলিগুড়ির বৃষ্টিগুলি নাই;
খুন হয়েছে লোভাতুরের হাতে,
কাঞ্চনজঙ্ঘা হাসে নাকো তাই
সবুজহারা এই শহরের সাথে।
এই শহরের রক্তে বহে বিষ
আমরা শুধুই দেখি অহর্নিশ।

গ্রিন বিল্ডিং শিলিগুড়িতেও

দুরন্ত প্রতিবেদন: ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস ও কার্বনকে প্রায় তিন বিলিয়ন টন হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এই কাজে এগিয়ে এসেছে দেশের প্রভাবশালী বিল্ডার্সরা। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের কাজ। সেই তালিকায় এবারে শিলিগুড়িকেও নিয়ে আসতে চলেছে কনফেডারেশন অফ রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (ক্রেডাই) এর উত্তরবঙ্গ শাখা এবং শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি সেবক রোডের পাশে একটি 'সবুজ আবাসন' নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ক্রেডাই উত্তরবঙ্গ শাখার সভাপতি নরেশ আগরওয়াল জানান, 'আমরা উত্তরবঙ্গের পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই গ্রিন বিল্ডিংয়ে মনোনিবেশ করেছি।' শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কালীকিঙ্কর রায় জানান,'এই মুহূর্তে আমাদের হাতে এমন অন্তত ৫টি গ্রিন বিল্ডিংয়ের কাজ

রয়েছে। সেসবের পরিকল্পনা চলছে। তবে একটি কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। এটা শিলিগুড়ির জন্য অনেক বড় বিষয়।' নরেশ বাবু অবশ্য এই কাজের জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কারণ বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে পুরনিগম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানান। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, সবুজ বিল্ডিং হল সময়ের প্রয়োজন। সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং পরিবেশকে আরও অবনতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই গ্রিন বিল্ডিংয়ের ধারণা। প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস এবং দ্রুত বিকাশ পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। সবুজ বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এমন প্রযুক্তি এবং উপকরণ ব্যবহার করা হবে যাতে পরিবেশে কার্বনের নির্গমন কমিয়ে দিতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি জীবনের যে ৫টি মূল উপাদান– মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই আবাসনগুলিতে মানুষ সঠিকভাবে পাবেন।

সড়ক নির্মাণে প্রশাসনিক নির্দেশিকা ডিঙিয়ে কোনওরকম পাকামি নয় : গৌতম

৬ লেনে বদলে যাবে শিলিগুড়ি

শ্রুতি সরকার

সব ঠিকঠাক এগোলে আগামী দুই বছর পর আমূল বদলে যাবে শিলিগুড়ি। দার্জিলিং মোড়ে যানজট বলে কিছু থাকবে না। মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে সেবক পর্যন্ত চোখধাঁধানো রাস্তা দেখে চেনাই যাবে না আজকের শিলিগুড়িকে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০০ কোটিতে রাস্তা নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান, আর কিছুদিন পর থেকে ঝড়ের গতিতে কাজ শুরু হবে। সেই সময় এই কাজ নিয়ে কাউকে পাকামি করতে মানা করেছেন। সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাক সংযম করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন এই কাজের ব্যাপারে। মেয়র পরিস্কার জানান,'এই ৬ লেনের সড়ক একদিকে কালিম্পং, সিকিম, নাথুলা ও ডুয়ার্সকে যেমন যুক্ত করবে, তেমনি দার্জিলিং মোড়ের তীব্র যানজটকে সহজ করে দেবে। এটা শিলিগুড়ির জীবনরেখা হয়ে উঠবে। সেকারণেই এই কাজ যাতে কোনওভাবে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। মেয়র বলেন,'কোনও কারণে এই কাজ স্তব্ধ হয়ে গেলে আর সড়ক তৈরি হবে না। **এরপর ১২ পাতায়**

পাঁচ নদীতে হবে ৫টি সেতু
সাড়ে ৩ কিমি এলিভেটেড রোড
দার্জিলিং মোড়ে ৫ স্তরীয় রাস্তা

সবুজায়নে পাশাপাশি প্রাক্তন ও বর্তমান সভাধিপতি। তাপস সরকার ও অরুণ ঘোষ। ছবি: অসীম দাস

প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হচ্ছে শিলিগুড়ির গ্রামেও

দুরন্ত প্রতিবেদন

শহর শুধু নয়, এবারে শিলিগুড়ির গ্রামেও প্লাস্টিক বন্ধ করতে তৎপর হল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা শিলিগুড়ির গ্রামে কোনও প্রকার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ চলতে দেব না। ১৭ জুন জেলাশাসকের উপস্থিতিতে বনদপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বড়বড় বৈঠক হবে। সেখানেই প্লাস্টিক নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে আমরা প্রাথমিকভাবে ঠিক করেছি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে যে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পিছপা হব না।' ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি শহরে এই ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণা সফল করতে শহরের দুটি বাজার সুভাষপল্লী ও ফুলেশ্বরী এবং ১৯, ২১ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে পাইলট প্রোজেক্ট নেওয়া হচ্ছে। এই বাজার ও ওয়ার্ডকে প্লাস্টিকমুক্ত করার পর সেটাকে মডেল করে বাকি ওয়ার্ডে কাজ করা হবে। তবে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি প্লাস্টিক বন্ধ করার জন্য কোনও পরিকল্পনা করে এগোতে রাজি নন। তিনি জানান,'প্লাস্টিক ব্যাপক সমস্যা করছে। তাই এটাকে বন্ধ করতে হবে। আমরা সোজাসুজি বন্ধ করে গোটা মহকুমা জুড়ে নজরদারি চালাব।' উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি ও পাহাড়ে সবরকম প্লাস্টিক নিষিদ্ধ। কিন্তু সেটা আজও বলবৎ করা যায়নি। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আগে কারা কী করেছে আমরা জানি না। তবে এখন আমরা ক্ষমতায় আছি। আমরা কিছু একটা করে যাব, যা আগামী প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে।'

পরিবেশ বিধি মানলেই নির্মাণের অনুমতি, আটকে দেওয়া হল ১০০০ বিল্ডিং প্ল্যান !

দুরন্ত প্রতিবেদন: পরিবেশ বিধি না মানলে আর বিল্ডিং তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। শুধু কংক্রিটের শহর গড়লেই হবে না। তার সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গাছও লাগানো হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি যে কোনও হাউসিং কমপ্লেক্স কিংবা উপনগরীতে নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকাটা বাধ্যতামূলক করার পথে মহকুমা পরিষদ। শিলিগুড়ি শহরে আর খালি জমি বলে কিছু নেই। ফলে এখন নগরায়ন হচ্ছে শহরতলি জুড়ে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহর ঘেঁষা পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন সবচেয়ে বেশে নির্মাণ কাজ চলছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিগাড়া, আঠারোখাই, চম্পাসারি, দেবীডাঙ্গা, রানিডাঙ্গা, কাওয়াখালি এলাকায় চলছে ঢালাও আবাসন, মল, কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হল, ঢালাও নগরায়ন হলেও ডেভেলপার থেকে ইঞ্জিনিয়াররা পরিবেশবিধি সেভাবে মানছেন না বলে অভিযোগ। বিশাল বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি হলেও সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে যেমন কিছু ভাবা হচ্ছে না, তেমনি জল সংরক্ষণ, সবুজায়ন নিয়েও উদাসীন। এভাবে চলতে থাকলে গোটা শিলিগুড়ি নানান সমস্যায় পড়বে। একদিকে জল সংকট, অন্যদিকে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এখানে বসবাস করাটাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। এসব মাথায় রেখে মহকুমা পরিষদ শহর লাগোয়া এলাকাগুলিতে বিল্ডিং প্ল্যান দেওয়া বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে আসা বিল্ডিং প্ল্যানের সংখ্যাটা প্রায় ১০০০টি। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ আছে মহানন্দা অভয়ারণ্যের ৫ কিমির মধ্যে কোনও নির্মাণ কাজ করা যাবে না। সেই নির্দেশ মেনে আমরাও নির্মাণ আপাতত বন্ধ রেখেছি। তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নিষেধাজ্ঞা উঠলেও প্ল্যানের অনুমোদন দেব না। যতক্ষণ না ডেভেলপাররা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, জল সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করে।'

বিনিয়োগ আনতে মহকুমা পরিষদ গড়ছে ল্যান্ড ব্যাংক

দুরন্ত প্রতিবেদন: গ্রাম উন্নয়নের কাজ চলবে। সেই কাজের সঙ্গে বারে শিল্পেও জোর দিতে চাইছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বিনিয়োগ আনতে ইতিমধ্যে তৎপরতাও শুরু করেছে তৃণমূল পরিচালিত নতুন মহকুমা পরিষদ বোর্ড। কিন্তু শিল্প গড়তে চাই পর্যাপ্ত জমি। সেই জমির অভাব যাতে না হয়, তার জন্য ইতিমধ্যে 'ল্যান্ড-ব্যাংক' তৈরির পাকা সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি জানান,'আমরা ল্যান্ড-ব্যাংক গড়তে বদ্ধপরিকর। এলাকায় প্রচুর জমি রয়েছে। অনেক সরকারি জমি নানাভাবে দখল করা হচ্ছে। নজরদারির অভাবেই এতদিন দখল হয়েছে। তবে নতুন করে আমরা আর দখল করতে দেব না। এমন অনেক জমি চিহ্নিত করেছি। সেসব উদ্ধার করে প্রাচীরে ঘিরে দেব। সেখানে কেউ শিল্প কারখানা গড়তে চাইলে সেই জমি দেওয়া হবে।' সভাধিপতি জানান,'আমরা মূলত টার্গেট করেছি মহকুমা পরিষদ এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়ে। এই দুটি সড়কের দু'পাশে যে জমিগুলি পাব, সেখানে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করব। এটা আদর্শ জায়গা শিল্পের জন্য।' উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি শহরকে ঘিরে একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় দ্রুতহারে নগরায়ন বাড়ছে। ফলে এসব এলাকায় কৃষিজমি কমছে। বসতি বাড়ছে।

সেইসঙ্গে ছোট ছোট কারখানা, প্যাকেজিং সেন্টার, গুদামের জন্য জমির চাহিদা বাড়ছে। মহকুমা পরিষদ চাইছে, বিভিন্ন কারখানা যারা করবেন তাদের জন্য জমির বন্দোবস্ত করতে। এতে করে একদিক দিয়ে যেমন এলাকায় কর্মসংস্থান হবে, পাশাপাশি আর্থিক উন্নয়ন হবে। যা শুধুমাত্র মহকুমা পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। মহকুমা পরিষদের অনেকেই জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ১০০ দিনের কাজ সহ নানা প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ করে দিচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষকে বিকল্প কাজ দিতে হলে নতুন নতুন ভাবনার বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা চেষ্টা করছি। দেখা যাক কতটা এগোতে পারি।

বর্ষপূর্তির বর্ণাঢ্য আয়োজন

- **একদিনে ৩০ হাজার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা**
- **এক বছরের কাজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ হবে**
- **বর্ষপূর্তিতে প্রতিবন্ধীরা পাবেন সহায়ক সরঞ্জাম**

দুরন্ত প্রতিবেদন: ২৬ জুলাই তৃণমূল পরিচালিত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বর্ষপূর্তি। ২০২২ সালের ওই দিনেই প্রথমবার মহকুমা পরিষদে প্রথম বোর্ড হয়েছিল তৃণমূলের। সভাধিপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অরুণ ঘোষ। ২৬ জুলাই তাই শিলিগুড়ির তৃণমূলের কাছে স্মরণীয় দিন। এবারে সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব সব আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন সভাধিপতি। ঠিক হয়েছে, ২৬ জুলাই বর্ষপূর্তির দিনে গোটা মহকুমায় ৩০ হাজার গাছ লাগানো হবে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলায় রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যও রয়েছে। এর বাইরেও নেওয়া হচ্ছে নানা কর্মসূচি। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'২০২২ সালে প্রথমবার মহকুমা পরিষদ জিতে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উপহার দিয়েছিলাম। আমরা চাই, মানুষকেও নতুন কিছু উপহার দিতে। আমরা শুধু রাস্তা ঘাট নয়, পরিবেশ ও সংস্কৃতি চর্চাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সেসবকে মাথায় রেখেই আমরা এমন কিছু করতে চাইছি, যা মানুষকে নাড়া দিতে পারে। সেই ভাবনা থেকে আমরা পরিকল্পনা তৈরি করছি।' জানা গেছে, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম বিতড়ন, অন্ধ স্কুলে আবাসিকদের সঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও এক বছর কী কাজ হয়েছে তার রিপোর্ট কার্ড যেমন প্রকাশ হবে, তেমনি আগামীতে কী কাজ হাতে নেওয়া হবে, তারও রিপোর্ট মানুষকে জানানো হবে।

গোবর-গ্যাসের প্লান্ট গড়বে মহকুমা পরিষদ

দুরন্ত প্রতিবেদন: পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু এখন প্লাস্টিক। অথচ বিনা প্লাস্টিকে চলা কার্যত কঠিন। তবে পরিবেশের স্বার্থে প্লাস্টিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা ছাড়া উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে এবারে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। ইতিমধ্যে সেই কারখানার জন্য জমি দেখার কাজও শেষ। মোট ১৩ একর জমিতে তৈরি হবে এই কারখানা। সেখানে সাধারণ মানুষের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক থেকে পুনরায় নানান সামগ্রী তৈরি করা হবে। যাতে করে প্লাস্টিক যত্রতত্র পড়ে থেকে পরিবেশের ক্ষতি না করে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা এই প্রকল্পটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকে করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রায় ৩ কোটি টাকার কাছাকাছি খরচ হবে। তবে এখনও ডিপিআর (ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি হয়নি বলে সমস্ত তথ্য দিতে পারছি না।' শুধু তাই নয়, বিধাননগর ১, ২ ও নকশালবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে কোনও একটি গ্রামে গোবর থেকে গ্যাস তৈরির প্লান্টও বসানো হচ্ছে। তার জন্যও ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে বলে সভাধিপতি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ির গ্রামে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু করতে তৎপর মহকুমা পরিষদ। ইতিমধ্যে

তৈরি হবে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা

সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিপিআর তৈরি হয়ে গেছে। কয়েকটি পঞ্চায়েতে কাজও শেষের পথে। এর বাইরেও ৪টি সিপিইউ (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট) তৈরির কাজ চলছে। গোটা মহকুমা থেকে সংগ্রহ করা জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ করে নতুন কিছু তৈরি করা হবে। যাতে করে জঞ্জাল পড়ে না থাকে, আবার লাভজনকও হয়। যেহেতু শিলিগুড়ি মহকুমার একটা বড় অংশে নগরায়ন হয়ে গেছে। ফলে এখানে প্লাস্টিকের ব্যবহারও বেশি। পচনশীল বর্জ্য থেকে সার তৈরি করা গেলেও প্লাস্টিক পচনশীল না হওয়ায় মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠবে। সেখারণেই প্লাস্টিক নিয়ে পৃথক কারখানা গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মহকুমা পরিষদ। একই কারণে গোবর গ্যাসের প্লান্ট তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান,'আমরা স্বচ্ছ শিলিগুড়ির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি। এই চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে চাই এবং সেটা খুব দ্রুত।' তবে এই দুটি কাজের ক্ষেত্রেই মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রক্রিয়াকরণ করে কী তৈরি করা হবে এবং তার বাজার আদৌ আছে কিনা। প্লাস্টিক থেকে রশি, ফিতা কিংবা রাস্তা তৈরির উপাদান তৈরির প্রাথমিক আলোচনা হলেও কোনটি লাভজনক হবে, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। সেটা নিয়ে এখনও চিন্তাভাবনা চলছে। সেটা ঠিক হলেই কাজ শুরু হবে বলে জানা যাচ্ছে।

সাতদিন

১৩ বর্ষ – সংখ্যা ২০, ৭ জুন, ২০২৩

নবজন্ম

করোনা উত্তর কালে ভাল নেই সংবাদপত্র। ভাল নেই সাংবাদিকরাও। নিউজ পোর্টালের যুগ এসেছে। আজকের সংবাদ কাল জানাবেন ! নৈব নৈব চ। অপেক্ষা করার সময় নেই। পোর্টালের চাহিদা তাই বাড়ছে। খবরের কাগজ কমছে। শুধু দ্রুত সংবাদ পরিবেশন না করতে পারাটাই কারণ নয়। অধিকাংশ সংবাদপত্র রাষ্ট্রের দলদাস হয়ে পড়েছে। পাঠক তাই বিমুখ হচ্ছে। সংবাদপত্র চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে। ব্যবসায়ীরা সরকারকে খুশি করে মুনাফা ঘরে তুলতে ব্যস্ত। সাংবাদিকের স্বাধীনতা হরণ হয়েই চলেছে। শিলিগুড়ি থেকে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। সেইপথে হাঁটছে আরও কয়েকটি কাগজ। একদিকে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব সংকটে। অন্যদিকে সাংবাদিকদের নিজস্বতা ছিনিয়ে নিচ্ছে পুঁজিপতিদের দালালেরা। এমন একটা কঠিন সময়ে আমরা নতুন করে সংবাদপত্র প্রকাশের সাহস দেখালাম। তাও আবার সাপ্তাহিক। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা ১৫ দিন অন্তর একটি করে কাগজ প্রকাশিত করব। অর্থ্যাৎ পাক্ষিক হিসেবে। 'দুরন্ত সাতদিন' নতুন কাগজ নয়। ১৩ বছর আগে থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে গঞ্জ এলাকা থেকে। এবারে উত্তরের অলিখিত রাজধানী থেকে প্রকাশিত হবে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে নবজন্ম নিচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরেরও মুখপত্রের মতো কাজ করবে বলে আশা রাখি। সকলের সহযোগিতা আশা করে টিম 'দুরন্ত সাতদিন'।

DURANTA SAATDIN

Advertisement Tariff

Front Page (colour) - Rs. 20,000
Back Page (colour) - Rs. 16,000
Inside Full Page (colour) - Rs. 12,000
Inside Full Page (black & white) - Rs. 10,000
Ear Panel (front page) - Rs. 2000
Affidavit - Rs. 300 (per copy)

All tariff are applicable for only week

Contact for Advertisement
Siliguri- 6295751784
Islampur- 9434962451
e-mail : saatdin@gmail.com

Owned by Md. Jabbar Ali, Milanpally, Islampur, Uttar Dinajpur, WB, Pin : 7333202, Mob-9434962451, Published by Alok Kr. Sarkar, Arobinda Pally Main Road, Siliguri, Darjeeling, Mob-8617008175, Printed by Darpan Publication Pvt limited, 3rd mile, Sevok Road, Siliguri-734008 RNI Registration No. WBBEN/2009/30683, Registered : Postal Regi. No. WB/NBSR/BLH - 0007/2010-2012. Editor- Md. Jabbar Ali, Executive Editor- Alok Kr. Sarkar.

ডাবল ইঞ্জিন ডট কম

শেষমেশ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়েছে শিলিগুড়িতে। যে ইঞ্জিন চেয়ে গলা ফাটিয়েছে বিজেপি থেকে তৃণমূল সকলে। ডাবল ইঞ্জিন মানে নাকি ডাবল উন্নয়ন! মানুষ বিশ্বাস করেছেন। বিধানসভা থেকে পুরসভায় সেই ডাবল ইঞ্জিনের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানীতে। ইতিমধ্যে একবছর অতিক্রান্তও হয়েছে শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের। কিন্তু সেই জোড়া ইঞ্জিনের ম্যাজিক কোথায়! **লিখলেন- কবিতা অধিকারী**

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি বলল, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তৈরি করুন। কেন্দ্রে বিজেপি, সাংসদ রাজু বিস্তও বিজেপির। বিজেপির বিধায়ক দিলেই কেল্লাফতে। শিলিগুড়ির মানুষ শুনলেন। হামলে ভোট দিলেন বিজেপিকে। বিজেপির বিধায়ক হলেন শঙ্কর ঘোষ। রাজ্যের শাসক দল প্রায় ৭১ হাজার ভোটে পিছে পড়ে থাকল ৪৭টি ওয়ার্ডে। তারপর প্রায় একটা বছর পেরিয়ে যাওয়ার মুখে। ইঞ্জিনের চলা বুঝতে পারলেন না মানুষ। শহরের একটা সমস্যারও সুরাহা হল না সেই ইঞ্জিনের দৌলতে। ২০২২ সালে চলে এল পুরনিগমের নির্বাচন। এবারে একই কথা তৃণমূল বলল, ডাবল ইঞ্জিনের পুরবোর্ড তৈরি করুন। রাজ্যে তৃণমূলের সরকার। পুরনিগমও তৃণমূলের হাতে তুলে দিন। নইলে বিগত ১০ বছরে মেয়র পদে থাকা গঙ্গোত্রী দত্ত কিংবা অশোক ভট্টাচার্যদের বলা বঞ্চনার গল্প শুনতে হবে। মানুষ এবারও শুনলেন। হামলে ভোট দিলেন তৃণমূলকেও। ৭১ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকা বিজেপি ৫৮ হাজার ভোটে পিছনে চলে গেল। শিলিগুড়ি পুরনিগম দখলে এল তৃণমূলের। ঐতিহাসিকভাবে মেয়র হলেন গৌতম দেব। জানি, মানুষ আবার বিচারকের ভূমিকায় বসবেন। সমস্যা মিটছে কিনা তীক্ষ্ণ নজরে দেখবেন। এবারেও ছবিটা যদি একইরকম হয়, তবে পরবর্তী কোনও নির্বাচনে মানুষ নির্ঘাৎ কিছু বিপ্লব করবেনই। ২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূলের প্রচার ও ভোটের ফলে ঐতিহাসিক জয় মানুষের মনে যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে সেটা অনেকটাই বড় মাপের। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির মানুষ যে সমস্ত সমস্যা কাঁধে নিয়েই চলেছেন, সেইসব সমস্যার এবার অবসান হবে বলেই বিশ্বাস করে ফেলেছেন শহরবাসী। যানজট মুক্ত শহর, ঘরে ঘরে পানীয় জল, জঞ্জালহীন পরিচ্ছন্ন শিলিগুড়ি, ভেনাস মোড় লাগোয়া বিধান রোডের মুখে আক্কেল দাঁতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুইটা অসম্পূর্ণ নির্মাণের হেস্তনেস্ত, বে-আইনি নির্মাণের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করা, পুরপরিসেবা সহজ সুন্দর ও দালালমুক্ত করা, বিধান মার্কেটের আধুনিকীকরণ, শহরের ফুসফুস তিন নদীর জড়তা মোচন ইত্যাদি। যত বড় সমস্যাই হোক এবারে যে তার সমাধান হবেই, এই প্রত্যাশা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। কারণ শিলিগুড়িতেও এবার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রত্যাশা মন্দ নয়, কিন্তু অত্যধিক প্রত্যাশা শাসকের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে! সে বিপদের দিক থাক। মানুষের এই মনোবৃত্তি বেশ ধরতে পারছেন দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ গৌতম দেব। তিনি যে বিজেপির মতো ভুল করবেন না, সেটা নিজেই একপ্রকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিগত ১০ বছর পিছিয়ে পড়া শিলিগুড়িকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যতরকম চেষ্টা তিনি যে করবেন সেটা পরিস্কার করেছেন নিজেই। শুধু মানুষের প্রত্যাশা পূরণ নয়, নিজেরও কিছু স্বপ্ন পূরণ করতে চান তিনি। 'জন্মভূমির ঋণ' শোধের কিছু প্রয়াস যে চালাবেন, সেটাও বারেবারে বলেছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। 'এতদিন এক হাত ভাঙা পুরবোর্ড ছিল, এবারে দুই হাতওয়ালা পুরবোর্ড হয়েছে। কাজেই কাজও হবে তেমন।' সবকিছু মিলিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের কারিশ্মা দেখার অপেক্ষায় শহরবাসী। কিন্তু একবছরে যে কোনও ম্যাজিক দেখা গেল না। চেষ্টা যে চলেনি, সেটা নয়। তবে তার বাস্তবায়ন এখনও নেই। ডাবল ইঞ্জিনের ম্যাজিক কি তবে অধরা থাকবে ? আবার কি হতাশ হতে হবে? নাহ্, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেই দেখি। মানুষও অপেক্ষায় থাকুন। অপেক্ষার ফল মিষ্টি হতেও তো পারে।

মেয়র বলছি

শিলিগুড়িকে দেশের মধ্যে আরও বেশি পরিচিত করাতে চাই। দার্জিলিং পাহাড় যেহেতু গোটা বিশ্বে জনপ্রিয় গন্তব্য, সেই কারণে ট্রানসিট রুট হিসেবে শিলিগুড়িও বহুল পরিচিত। এর বাইরে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই এলাকা নিয়ে অনেকের আগ্রহ আছে। এর মধ্যে দিয়েও শিলিগুড়ি পরিচিতি পায়। তবে এর বাইরে শিলিগুড়িকে আমরা একটা বিখ্যাত গন্তব্য হিসেবে পরিচিত করাতে চাই। তার জন্য এই শহরকে সুন্দর করে সাজানো প্রয়োজন। আর সেই সাজানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোন। আমরা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি। একদিনে তো আর সবকিছু সম্ভব না। আমরা স্মার্ট প্রশাসন দিচ্ছি। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া পুরপ্রতিনিধিরা আমাদের শহর দেখতে এসেছিল। ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, আমাদের কাজের সঙ্গে বেশ মিল আছে। আমরা যেভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করছি, সেভাবেই সেখানে কাজ হয়। ওরা নানান অ্যাপ, জিপিআরএস ব্যবহার করছে, আমরাও তেমনি সমস্ত অনলাইন প্রযুক্তি অর্থ্যাৎ ডিজিটাল প্লাটফর্মে চলে যাচ্ছি। তবে কিছু সময় লাগবে আমাদের। ২০১১ সালের আশেপাশে বোর্ড হাতে পেলে বিগত ১০ বছরে শহরকে পুরো বদলে দেওয়া যেত। তারপরও এ পর্যন্ত যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা কিন্তু বুঝতে পারছেন মানুষ। আপনারা পাশে থাকুন।

তিস্তা নদীর জলে এবার তৃষ্ণা মিটবে শিলিগুড়ির

দুরন্ত প্রতিবেদন: এখন তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানেল থেকে জল নিয়ে, সেই জল পরিশোধন করে বাড়ি বাড়ি পাঠায় শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু ওই জলে আর শিলিগুড়ির সমস্ত মানুষের তৃষ্ণা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই এবার পরিকল্পনা করা হয়েছে, শহর থেকে ২৭ কিমি দুরের গাজলডোবার তিস্তা নদী থেকে জল পাইপে এনে সেই জল পরিস্রুত করে ঘরে ঘরে পৌঁছানো হবে। তবে একদূর থেকে এভাবে পাইপে জল নিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। এই রাস্তার মধ্যে ৫টি জলসেতু, একটি রেললাইন আন্ডারপাস, এক জায়গায় জাতীয় সড়ক পার করিয়ে আনতে হবে। এমন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য গোটা কাজের নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাবার্ডের কনসালটেন্সি সংস্থা ন্যাবকনকে। তাঁরা যা হিসেব কষেছে তাতে মোট ৫১৯ কোটি টাকা খরচ হবে গোটা প্রকল্পে। এই কাজ হলে ২০৫৩ সাল পর্যন্ত মাথাব্যাথা থাকবে না। নতুন এই প্রকল্পের জন্য ৫১১ কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করতে ৩ মে ২০২ কোটির টেন্ডার করা হয়েছে। টেন্ডার খোলা হবে ১২ জুন। শহরে পুরনো যে জলের প্রকল্প আছে, সেখান থেকে রোজ ৫৫ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করা যায়। তাতে শিলিগুড়ির তৃষ্ণা মেটানো যায় না। চাহিদা রয়েছে রোজ ৭৭ মিলিয়ন লিটার জলের। তবে নতুন যে প্রকল্প হতে চলেছে সেখানে রোজ ১৩৮ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে ওই সরবরাহের পরিমাণ ২১১ মিলিয়ন লিটার পর্যন্ত বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। অমৃত-২ এর অধীনে হচ্ছে এই প্রকল্প। ২০২ কোটি টাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নতুন পাওয়ার স্টেশন, একটি ইনটেক জেটি ও সাড়ে ২৭ কিমি পাইপলাইন তৈরি হবে বলে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন।

বিনা পয়সার কোচিং

দুরন্ত প্রতিবেদন: বিনা পয়সার কোচিং ক্লাস চালু হয়ে গেল শিলিগুড়িতে। উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা নবম এবং দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্যই এই কোচিং। তবে যারা গরিব অথচ মেধাবী, তাঁরাই এখানে সুযোগ পাবে। প্রায় ১০০ জন পড়ুয়াকে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্লাস হবে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে। এখানে যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাস করাবেন, তাঁরা ক্লাসপিছু ২০০ টাকা সাম্মানিক পাবেন। মূলত কোচিং ক্লাস যাতে স্থায়ী হয়, তার জন্যই এই সন্মানিকের ব্যবস্থা। এছাড়াও এই কোচিং সেন্টার ঠিকঠাক চালানোর জন্য একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, একজন গ্রুপ ডি কর্মী এবং দুজন নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োজিত করা হয়েছে। মেয়র জানিয়েছেন,'কোচিং সেন্টারের জন্য ইনভার্টারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। যেহেতু সেন্টারটি চলবে বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত, তাই এই আয়োজন।'

ভবিষ্যতের শিলিগুড়ি গড়তে

মিশন উন্নয়ন ভিশন ২০৪৫

দুরন্ত প্রতিবেদন : শিলিগুড়ি উন্নয়নের লক্ষ্যে এবার ভিশন-২০৪৫ পরিকল্পনায় হাত দিচ্ছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। দ্রুতহারে বাড়ছে এই শহর। আর এই স্বাভাবিক নগরায়নের সঙ্গে যদি পরিকাঠামো উন্নয়ন ঠিকঠাক না হয়, তবে বৃহত্তর শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ আরও করুণ হয়ে দেখা দেবে। তাই, আগামী ২০ বছর পর কেমন হবে শিলিগুড়ির চেহারা, কেমন হবে তার ট্রাফিক ব্যবস্থা, নিকাশি নালার নতুন ব্যবস্থাপনা কেমন হবে, সেসব ঠিক করতেই সুসংহত পরিকল্পনা করতে চায় এসজেডিএ।

এসজেডিএ

আগামী ২০৪৫ সালের কথা মাথায় রেখে এই পরিকল্পনা হবে। ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের (হিডকো) ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সেনের সঙ্গে। যিনি একদিকে দক্ষ প্রশাসক, আবার অন্যদিকে শহর উন্নয়ন ও নগর বিশ্লেষণে অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান,'রাজারহাটের পরিকল্পনা যারা করেছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের শীর্ষকর্তা, বিশেষ করে মুখ্যসচিব পর্যায়েও আলোচনা হয়েছে। ফলে একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা হতে চলেছে।' অন্যদিকে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান,'কয়েকদিনের মধ্যেই একটি বিশেষজ্ঞ দল কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আসছেন। তাঁরা শহর পরিদর্শন করার পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে আলোচনা হবে।' সৌরভ চক্রবর্তী জানান,'শিলিগুড়ি উত্তর পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরকে উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার বলা হয়। আগামীদিনে এই শহরের গুরুত্ব আরও বহুগুণ বাড়বে। ফলে আগামী ২০ বছর পরের কথা ভেবে উন্নয়নের সময় এসেছে। ২০ বছর পর এখানকার কী ধরনের উন্নয়ন দরকার, সেই পরিকল্পনা এখন থেকেই করে রাখা হবে। তার জন্যই এই উদ্যোগ।'

জানতে হলে পড়তে হবে

দুরন্ত সাতদিন

এখানে লেখালেখি
কিংবা সাংবাদিকতার জন্য
যোগাযোগ করুন

e-mail : saatdin@gmail.com

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার পুরপ্রতিনিধি সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরপ্রতিনিধিদের মতামত বিনিময়। শিলিগুড়ির অভিজাত হোটেলে। ছবি: সাতদিন

ফ্রি-তে জল শিলিগুড়িতে, মুগ্ধ অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া

দুরন্ত প্রতিবেদন : শিলিগুড়িতে জলকর নেই। পানীয় জলের জন্য পুরনিগমকে মাসে মাসে এককারি পয়সা দিতে হয় না। এককথায় নিঃখরচায় জল। আর এমন পরিষেবা দেখে অভিভূত দেশের বৃহৎ পুরনিগমগুলির অন্যতম অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া। ৬ জুন বিজয়ওয়াড়া পুরনিগমের ৫২ জন প্রতিনিধি এসে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ওইদিন শিলিগুড়ির একটি অভিজাত হোটেলে দুই পুরনিগমের সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বিজয়ওয়াড়া পুরনিগমের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ জানান, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সকলকে। এরপর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে ছবি তুলতে ভিড় করেন। অন্তত ৩০ মিনিট শুধু মেয়রের সঙ্গে ছবিই তোলেন তাঁরা। বিজয়ওয়াড়া পুরনিগমের ফ্লোর লিডার অর্থ্যাৎ শাসকদলের পরিষদীয় দলনেতা ভেঙ্কটা সত্যনারায়ণা জানান, তাঁদের পুরনিগমে সাধারণ নাগরিকদের পানীয় জলের জন্য প্রতি দুমাস অন্তর ৩০০-৪০০ টাকা কর দিতে হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে করের পরিমাণ আরও বেশি। তবে এখানে দেখছি বিনা পয়সায় মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছে যাচ্ছে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় ব্যাপার। উল্লেখ্য, বিজয়ওয়াড়া পুরসভায় মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। রোজ জল সরবরাহ করতে হয় ১৫০ মিলিয়ন লিটার। তবে চাহিদা রয়েছে ২০০ মিলিয়ন লিটারের। সেখানে শিলিগুড়িতে রোজ জল সরবরাহ হয় ৫২ মিলিয়ন লিটার। চাহিদা ৭৭ মিলিয়ন লিটারের। মেয়র গৌতম দেব জানান,'আমরা নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। যা চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অন্তত ২০ বছর পরের পরিস্থিতিও সামাল দিতে পারবে। তবে এরপরেও গরীব মানুষের ওপর করের বোঝা চাপানোর ইচ্ছে নেই।' মেয়র সেদিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ওদের একটা সম্মান আছে। এখানে আসার কারণ সেটাই। ওরা আসলে বাংলার কাজ দেখতে চায়। আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে । আমরা চেষ্টা করব ছোট ছোট দলে বিভিন্ন পুরসভা দেখে আসার।' জানা গেছে, বিজয়ওয়াড় দল শিলং, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, দার্জিলিং ও কলকাতা পুরনিগম দেখে নিজের রাজ্যে ফিরে গেছেন।

জোড়া পলিক্লিনিক পাচ্ছে শিলিগুড়ি

দুরন্ত প্রতিবেদন: কিছুদিনের মধ্যেই ৩৪টি নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা চালু হবে শিলিগুড়ি শহরে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনও হয়ে গেছে। তবে আরও খুশির খবর হল, দুটি পলিক্লিনিকও পেতে চলেছে এই শহর। ইতিমধ্যে সেই পলিক্লিনিক কোথায় হবে, তার জায়গা খোঁজা শুরু হয়েছে। ৩৬ ও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোথাও একটি পলিক্লিনিক করা যায় কিনা সে ব্যাপারে আলোচনা চলছে। ওই দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে জায়গা দেখার অনুরোধও করা হয়েছে। এতে করে শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অনেকটাই উন্নত হবে। শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে যে মাতৃসদন রয়েছে, সেটার উন্নীতকরণ বিষয়েও কাজ অনেকটা এগিয়েছে। সম্প্রতি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যসেন কলোনীতে ২৬,৫০,৬৮৫ টাকা ব্যয়ে এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে ২৬,৫০,৬৮৫ টাকা ব্যয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, ৪৭ ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৪টি ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিতে আউটডোর, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র, টিকাকরণ কেন্দ্র ও বিশ্রামাগার থাকবে।

চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১ জন করে ডাক্তার, একজন নার্স, একজন স্বাস্থ্যকর্মী, একজন ক্লারিক্যাল কর্মী ও একজন শিক্ষানবিশ কর্মী থাকবে। প্রতিটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র দ্বিতল তৈরি করা হচ্ছে।' উদ্বোধনে মেয়র ছাড়াও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জল ও স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে সহ বিভিন্ন কাউন্সিলরার হাজির ছিলেন।

কবিগুরু স্মরণে ৪০০ শিল্পীর সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠান। উপস্থিত শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ইন্ডিয়ান এডুকালচার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার পুলক সরকার। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। ছবি: সাতদিন

প্রকাশ পেল রতন বিশ্বাসের গ্রন্থ 'নির্বাচিত শব্দকোষ'

বাংলা নেপালি ধিমাল ও থারু ভাষার মোট ১০ হাজার শব্দ নিয়ে বই প্রকাশ করলেন শিলিগুড়ির ভাষা গবেষক ড. রতন বিশ্বাস। বইটির নাম 'নির্বাচিত শব্দকোষ'। বইটি পড়লে প্রাচীন শিলিগুড়ি তথা তরাইয়ের পুরনো সব সম্প্রদায়ের ভাষা সম্পর্কে অনেকটাই জ্ঞান রপ্ত হবে।

১০ হাজার শব্দ জানতে পারা মানে ধিমাল, থারু কিংবা নেপালি ভাষার অনেক শব্দ চেনা হয়ে যাবে। তবে আমরা ওই শব্দ চিনব বলে বইটি লেখা হয়নি, বরং লুপ্তপ্রায় জনজাতির প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া ভাষাকে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতেই এই প্রয়াস। মোট ৫ বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে এই বইটি লিখেছেন গবেষক রতন বিশ্বাস। যাতে ধিমাল কিংবা থারুর মত জনজাতির ভাষা সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

৭ জুন সেই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ হল শিলিগুড়ি চন্ডাল বুকসে। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– ইতিহাস গবেষক আনন্দ গোপাল ঘোষ, ফুলেশ্বরী নন্দিনীর প্রধান উপদেষ্টা সুহাস বসু, কবি প্রবীর শীল, চন্ডাল বুকসের কর্ণধার কিশোর সাহা, ভ্রমণ লেখক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কবি বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাস, বিরসা মুন্ডা কলেজের অধ্যক্ষ বীরেন্দ্র মৃধা, নকশালবাড়ির জাতীয় শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাস, কবি সম্পাদক সর্বাশীষ পাল, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক সজল কুমার গুহ, নির্বাচিত শব্দকোষ বইটির প্রকাশক সংস্থা অমর ভারতী'র কর্ণধার অনীক পাল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ও সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপা দাস।

ইচ্ছেবাড়িতে শাহি সাম্রাজ্য

শাহজাদি জাহানারার সঙ্গে বুন্দেলা রাজপুত রাজা ছত্রশালের অপূর্ব প্রেমকাহিনি উঠে এল শিলিগুড়ি 'ইচ্ছেবাড়ি'তে। উঠে এল সুপর্ণা তিস্তার অনবদ্য কথন আর ঋষিতার তিতাসের অপূর্ব সুর আর সত্যপ্রিয় রায়ের তবলার বোলে।

সুর আর কথাই পৌঁছে দিয়েছিল শাহি সাম্রাজ্যে। ইচ্ছেবাড়ির কর্ণধার শিলিগুড়ি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভয়া বসু। তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পবোধ ও রুচি প্রতিফলিত হয়ে আসছে ইচ্ছেবাড়ির নানা আয়োজনে।

যে তালিকায় 'দাস্তান এ শাহজাদি'র আয়োজন দাগ কেটে যাবার মতো। ক্যালকাটা ক্যারাভানের সহযোগিতায় ইছেবাড়িতে ২৭ মে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অপূর্ব অনুষ্ঠান।

চন্ডালে জীবনখাতার সোনালি আখর

চন্ডাল। শিলিগুড়ির প্রকাশনা জগতে ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছে এই নামটি। এককালের শহর কাঁপানো সাংবাদিক এখন উত্তরের লেখক কবিদের লেখালেখিকে মলাটবন্দি করেন পরম যত্নে। ৩ জুন সেই তালিকায় যুক্ত হল সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর বই। জীবনখাতার সোনালি আখর। বইটির মলাট উন্মোচনে ছিলেন অধ্যাপক ড. সুফল বিশ্বাস, কবি গল্পকার সেবন্তী ঘোষ, কবি-গল্পকার শুভময় সরকার, কবি ভিক্টোরিয়া রহমান, কবি রতন দাস সহ অনেকে। জীবনখাতার সোনালি আখর সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর তৃতীয় বই।

ফুলেশ্বরী সাহিত্য সভা

৪ জুনে অনুষ্ঠিত হল ফুলেশ্বরী নন্দিনীর মাসিক সাহিত্য সভা। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীর সিনিয়র সিটিজেন পার্কে একটি পলাশ গাছের চারা লাগিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ফুলেশ্বরীর প্রধান উপদেষ্টা সুহাস বসু, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. রতন বিশ্বাস, বিশিষ্ট বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী নীলরতন কাঞ্জিলাল প্রমুখ। ফুলেশ্বরীর শিল্পীবৃন্দ 'এসো শ্যামল সুন্দর' গানটির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের ক্ষণটিকে সুন্দর করে তোলেন। সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি ড. গৌরমোহন রায়ের কবিতার বই 'ওই আকাশ-এই হৃদয় ধ্বনিময়' এর মোড়ক উন্মোচন করেন ফুলেশ্বরী নন্দিনীর তিন উপদেষ্টা ড. রতন বিশ্বাস, নির্মলেন্দু দাস এবং সুহাস বসু। এদিনই ফুলেশ্বরী নন্দিনীর মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও স্বরচিত গদ্যপদ্য পাঠে সভা জমে ওঠে সাহিত্য সভা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রত্না চক্রবর্তী, অমিতা সরকার, গোপা দাস, দেবস্মিতা সরকার, সমীর দাস প্রমুখ। রম্য রচনা পাঠ করেন তপন কুমার দাস, মৌসুমী মজুমদার ও মৌসুমী চন্দ্র। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সঙ্ঘমিত্রা চন্দ, চিত্রা ভৌমিক সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ চৌধুরি ও সমীর দাস।

ক্রেডাইয়ের ১০ হাজার কোটির বিনিয়োগ আসছে শিলিগুড়িতে

দুরন্ত প্রতিবেদন: তথ্য ও প্রযুক্তিকে ছাপিয়ে শিলিগুড়িতে বিনিয়োগে শীর্ষস্থানে উঠে আসছে রিয়েল এস্টেট। কনফেডারেশন অফ রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (ক্রেডাই) এর উত্তরবঙ্গ শাখার সভাপতি নরেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন,'এখুনি শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে রিয়েল এস্টেটে ৩০০০ কোটি টাকার কাজ চলছে। এই বিনিয়োগ আরও বাড়বে।' নরেশ বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান,'এই বিনিয়োগ ১০ হাজার কোটির কাছাকাছি পৌঁছবে। এই সেক্টরে ব্যাপক কাজ হচ্ছে।' এখানে নরেশবাবু আরও জানান,'গোটা দেশে এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা গেটে। এখানকার ছবিটা আরও ভাল।' শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'ক্রিয়েটেক প্রাচুর্য-২০২৩' শিরোনামাঙ্কিত প্রদর্শনীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে নরেশ আগরওয়াল এই কথাগুলি বলেন।

উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি সেবক রোডে পায়েল সিনেমা হলের পাশে ইকুইটি স মিল কম্পাউন্ডে ৪ দিনের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে শহরের প্রভাবশালী বিল্ডার্স যেমন পিআরএম গ্রুপ, অজয় বেগরাজ গ্রুপ, মনোকামনা গ্রুপ, এমএলএ গ্রুপ, দ্বারিকা গ্রুপের মতো স্টল ছিল, পাশাপাশি বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যে উপাদান দরকার যেমন রড, সিমেন্ট, টাইলস, পাইপ থেকে সমস্ত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিরও নিজস্ব স্টল ছিল। এখানে কেউ এসে এক ছাদের তলায় ডেভেলপার থেকে ইঞ্জিনিয়ার সমস্ত পেয়ে আবাসন নিয়ে নিজেদের প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, ৪ দিন ধরে এখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্যানেল ডিসকাশন হয়েছে, যাতে করে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার থেকে ডেভেলপাররা নতুন নতুন বিষয়ে জানতে পেরেছেন। এর মধ্যে দিয়ে নিরাপদ আবাসন গড়ার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে।

শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কালী কিঙ্কর রায় জানান,'পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এখন প্রতিটি আবাসনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক, প্রয়োজন জঞ্জাল ব্যবস্থাপনার, যেহেতু এই এলাকা ভূ-কম্পন প্রবণ জোন, তাই সেদিক ভেবেই প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। এসব যাতে প্রতিটি আবাসন প্রকল্পে রাখা হয়, সেসব বিষয় অবগত করানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেকারণেই এই আয়োজন ছিল। এদিন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের শিব প্রেমানন্দ মহারাজ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক গোকুল মণ্ডল, বিশ্বজিৎ সোম, ক্রেডাইয়ের নবীন আগরওয়াল, নবীন মৃত্যুকা, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দুলাল চন্দ্র নিয়োগী সহ অনেকেই হাজির ছিল।

শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'ক্রিয়েটেক প্রাচুর্য-২০২৩'

আগামী ৫ বছরে আরও মল, কয়েক হাজার ফ্ল্যাট

দুরন্ত প্রতিবেদন: সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ৫ বছরে শিলিগুড়ি শহর আমূল বদলে যাবে। কনফেডারেশন অফ রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (ক্রেডাই) উত্তরবঙ্গ শাখা এবং শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া এক তথ্য অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে শিলিগুড়িতে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বর্গফুট নির্মাণ কাজ হবে। যাতে করে কয়েক হাজার নতুন ফ্ল্যাট যেমন তৈরি হবে, তেমনি নতুন নতুন শপিং মল, মার্কেট তৈরি হতে চলেছে। আর এই সময়ে যদি বালাসন থেকে সেবক পর্যন্ত এলিভেটেড রোড তৈরি শেষ হয়, তবে শিলিগুড়ি শহরের চেহারা আমূল বদলে যাবে। ভারত সরকারের লক্ষ্য, ২০২৪ সালের মধ্যে বালাসন-সেবক রোডের কাড যেমন শেষ করা হবে, তেমনি সেবক-রংপো রেল লাইনের কাজও শেষ করা হবে। এই কাজ শেষ হয়ে গেলে শিলিগুড়ি আরও দ্রুত হারে বাড়বে। যে কারণে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা বাড়বে। এসব মাথায় রেখেই সম্প্রতি শিলিগুড়ি পায়েল সিনেমা হলের কাছে ইকুইটি স মিল গ্রাউন্ডে শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেছিল 'ক্রিয়েটেক প্রাচুর্য-২০২৩' নামাঙ্কিত প্রদর্শনী। যার উদ্দেশ্য উন্নত শিলিগুড়ি গঠন। সেখানে শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কালী কিঙ্কর রায় জানান, রিয়েল এস্টেটের ভরকেন্দ্রে থাকেন বিল্ডার্সরা। তার চারপাশে পরিবৃত্ত থাকেন ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট থেকে আরও বহু ক্ষেত্র। সকলে মিলে পরিকল্পনা করলেই একটা উন্নত শহর গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ নির্মাণ করলেই শুধু হবে না, সেই নির্মাণ যেন পরিবেশ বান্ধব হয়। শহর ও শহরতলিতে জলস্তর কমে যাচ্ছে। নগরায়নের সঙ্গে জঞ্জাল সমস্যা বাড়ছে। ফলে এই সমস্ত বিষয় মাথায় না রেখে নগরায়ন করলে সেটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমরা তাই সার্বিক পরিকল্পনা তৈরির জন্যই সবাইকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করছি।

'দক্ষিণ এশিয়া হেলথ কেয়ার সামিট' জুলাইয়ে

স্বাস্থ্যে শিলিগুড়ি হবে বাংলার ব্যাঙ্গালোর !

বনানী বিশ্বাস

স্বাস্থ্য সেবায় শিলিগুড়িকে "বাংলার ব্যাঙ্গালোর" হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল ২০২২ সালের জুলাই মাসে। যে আলোচনা শুরু হয়েছিল মূলত পলিসি টাইমস চেম্বার অব কমার্স (পিটিসিসি) এর উদ্যোগে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে পলিসি টাইমসের সৌজন্যে শহরের অভিজাত এক হোটেলে আয়োজন করা হয়েছিল "ইন্ডিয়া হেলথ কেয়ার সামিট-২০২২"। যেখানে সমবেত হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সব ডাক্তার থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নামী হাসপাতালের কার্যনির্বাহী আধিকারিক থেকে ওষুধ তৈরির সংস্থা ও প্রযুক্তি সংস্থার কর্মকর্তারা। ছিলেন বেশি কিছু বিনিয়োগকারীও। সেই আলোচনায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। এবারে সেই আলোচনাকে আরও বৃহত্তর রূপ দিতে এবং শিলিগুড়িকে মেডিক্যাল হাবে রূপান্তরিত করার জন্য আগামী জুলাই মাসে আয়োজন করা হচ্ছে "দক্ষিণ এশিয়া হেলথ কেয়ার সামিট-২০২৩"। যেখানে শুধু দেশের নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিনিধিদলকে হাজির করানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, এখনই দেখা যায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকে প্রচুর মানুষে শিলিগুড়িতে আসেন। সেইসঙ্গে সিকিম, বিহার, অসম থেকেও মানুষ চলে আসেন। ফলে শিলিগুড়ি শহরে যদি আরও অত্যাধুনিক হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা যায়, তাতে গোটা দক্ষিণ এশিয়া লাভবান হবে। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ির অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। পিটিসিসি'র ডিরেক্টর আক্রাম হক জানান,"শিলিগুড়ি ভৌগলিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানে মেডিকাল হাব গড়ে তোলার সবরকম উপাদান রয়েছে। যেহেতু এটা ট্রানজিট পয়েন্ট, ফলে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা এখানে অনেক বেশি।

সবদিক মাথায় রেখে আমরা অনেক বড় স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। তবে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও আমরা বদ্ধপরিকর। সেই কাজের জন্যই বিভিন্ন দেশকে নিয়ে শিলিগুড়ি শহরে সম্মেলন করতে চলেছি।" প্রসঙ্গত ২০২২ সালের আলোচনায় আক্রাম হক জানিয়ছিলেন, "এই কাজ এক বা দুই দিনের নয়। আমরা ১৫ বছরের রোড-ম্যাপ বানিয়ে কাজ শুরু করছি। বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে আমরা হেলথ কেয়ার কমিটি তৈরি করে এই আলোচনা ধারবাহিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব। আমরা শুধু দেশ নয়, বিদেশী বিনিয়োগ আনার পথেও হাঁটব।" ৫ মাসের মধ্যেই প্রতিবেশী দেশগুলিকে নিয়ে পলিসি টাইমস হেলথ কেয়ার সামিট করতে চলেছেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, বিগত হেলথ কেয়ার সামিটেই মেডিকা গ্রুপ অফ হসপিটালসের চেয়ারম্যান ডাঃ অলোক রায় স্বাস্থ্যখাতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। মনে করা হচ্ছে, আগামী সম্মেলনে বিদেশী বিনিয়োগও আসতে পারে।

উত্তরবঙ্গের প্রথম এফআরসিআর

দুরন্ত প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের প্রথম ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে এফআরসিআর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ডাঃ সপ্তর্ষী ঘোষ। এমন শিরোপা ইতিপূর্বে উত্তরের ৮ জেলার কেউ অর্জন করতে পারেননি। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ রেডিওলজি বিভাগ তিন ধাপের একটি পরীক্ষা পরিচালনা করে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট হিসেবে যুক্তরাজ্যে প্র্যাকটিস করার যোগ্য হতে পারেন। বিদেশের মাটিতে রেডিওথেরাপি এবং মেডিক্যাল অনকোলজি উভয় বিষয়েই অনুশীলন করতে পারেন। রেডিওথেরাপির জগতে এটি সবচেয়ে বড় সম্মানজনক ডিগ্রিগুলোর একটি। সপ্তর্ষি ঘোষ এই ডিগ্রি অর্জন করায় স্বাভাবিক ভাবেই গর্বিত শিলিগুড়ির চিকিৎসক মহল। ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষের শিলিগুড়ির ভূমিপুত্র। ইতিমধ্যে ক্যান্সার চিকিৎসায় তিনি উত্তরবঙ্গে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। কোচবিহার থেকে কালিয়াচকের প্রচুর ক্যান্সারের রোগী কলকাতার পরিবর্তে তাঁর কাছে ছুটে আসেন। এই ডিগ্রি রোগীর পরিবারের কাছে আরও ভরসার হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন সকলে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে বিনাপয়সায় ক্যান্সারের চিকিৎসা শিলিগুড়িতে

দুরন্ত প্রতিবেদন: ক্যান্সারের নেই অ্যান্সার। এই আপ্তবাক্য এখন ফিকে হতে শুরু করেছে। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা হলে ক্যান্সার রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন। শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ আবার সেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই করছেন। যদি আপনার কাছে থাকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। এছাড়া এমন কঠিন রোগের জন্য সরকারি বিভিন্ন সাহায্য পাওয়া যায়, সেই আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য যে নথিপত্র নার্সিংহোম থেকে প্রয়োজন হয়, ডাঃ ঘোষ তা দায়িত্ব নিয়ে করে দেন। ফলে সাধারণ গরীব মানুষও এখন ক্যান্সারের চিকিৎসা করার সাহস দেখাতে পারছেন। উল্লেখ্য, বছর খানেক আগেও উত্তরের গ্রামগঞ্জ থেকে সেভাবে ক্যান্সারের রোগী চিকিৎসা করাতে আসতেন না। ক্যান্সার হয়েছে জেনেও গরীব মানুষ নার্সিংহোমের ত্রি-সীমানায় পা দিতেন না। কিন্তু ইদানিং ছবিটা পাল্টেছে। এই ছবি পাল্টানোর অন্যতম একটি কারণ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। এই কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চান না বলে যখন বিভিন্ন নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তখন ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ উত্তরবঙ্গজুড়ে রীতিমত হোর্ডিং ঝুলিয়ে প্রচার করছেন যে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বিনাপয়সায় ক্যান্সারের চিকিৎসা করান। এই খবর শহর ছাড়িয়ে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তেই রোগীর ভিড় শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার নার্সিংহোমে। অনেকেরই ধারণা যে, ক্যান্সারের রোগী নিজে তো মরবেনই, পরিবারের আরও ৫ জনকে অর্থনৈতিকভাবে হত্যা করে চলে যাবেন। তাছাড়া নার্সিংহোমে চিকিৎসা মানেই ভিটেবাড়ি বিক্রি করতে হবে। ডাঃ ঘোষ এই দুটি ধারণাকেই ভেঙে দিতে সচেষ্ট। ইতিমধ্যে অনেকটা সফলও তিনি। ডাঃ ঘোষ জানান,'আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষকে সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার আছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে লেখাপড়া করার সুবাদে সেই আদর্শ রপ্ত করতে পেরেছি। এবং চেষ্টা করছি কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার।' উল্লেখ্য, এতদিন অর্থের অভাবে গ্রামের প্রচুর মানুষ চিকিৎসাই করাতেন না। কিন্তু সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মধ্যে চিকিৎসা করিয়ে সেই প্রবণতা ভাঙা গেছে।

‘মরতে হলে মরব, তবু মালিকানা নিয়ে ছাড়ব’ : বাপী

‘বাঘের গর্জন’ বিধান মার্কেটে

কবিতা অধিকারী

এমন হুঙ্কার এর আগে কখনও শোনা যায়নি বিধান মার্কেটে। কতটা ক্ষোভ জমা হলে এমনভাবে গর্জে উঠতে পারেন ব্যবসায়ীরা, সেটা যে কেউ আঁচ করতে পেরেছেন শুক্রবার সন্ধ্যায়। ব্যবসায়ীদের ডাকা বৈঠক সেদিন জনসভার রূপ নিয়েছিল। আর সেই জমায়েতে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপী সাহা রীতিমত বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাপী সাহার একেকটি উচ্চারণ শুনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছেন প্রত্যেক ব্যবসায়ী। ১৮ মে শুক্রবারের জমায়েতে সম্পাদক গর্জে উঠে জানিয়ে দিয়েছেন, ‘কিছু হলেই বুলডোজার চালিয়ে দেবার কথা বলে এসজেডিএ। আমরা বলি বুলডোজার চালানো অত সহজ নয়। আর চালাতে হলে মুখে না বলে চালিয়ে দিন। আমরা বুলডোজারের নীচেই শুয়ে পড়ব। মরতে হলে মরব, কিন্তু মালিকানার কাগজ নিয়েই ছাড়ব। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।’ বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা এতটা ক্ষিপ্ত কেন হলেন, সেটার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল দীর্ঘ বঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস। অভিযোগ, এই বিধান মার্কেট ঢেলে সাজানোর কথা দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে, অথচ কোনও কাজ হচ্ছে না। মার্কেটের উন্নয়ন না দেখে ব্যবসায়ীরা যখন ব্যক্তি মালিকানার দাবি তুলছেন তখন এসজেডিএ’র তরফে নাকি উল্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা কোন্ আইনে মালিকানার দাবি তুলেছেন ? ১৯৬২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে মার্কেট গঠনের ১০ বছর পর মালিকানা দিতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ দাখিলের প্রসঙ্গ তুলেছেন। আর এতেই রাগে গজগজ করছেন ব্যবসায়ীরা। সম্পাদক বাপী সাহা শুক্রবারের ভাষণে খুল্লমখুল্লা জানান,‘ওরা (এসজেডিএ) আমাদের ব্যবসায়ী মনে করে না। ওরা ভাবে আমরা জানোয়ার। আমাদের কীভাবে তিলে তিলে মারবে তাই চায় তারা। তা না হলে কেন আমাদের এতদিন ধরে বঞ্চনা করে রেখেছে?’ বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস জানান,‘এই মার্কেটের উন্নয়ন যেমন অনেকে চান, তেমনি এই জায়গার ওপর অনেকের লোভ আছে। তাই এখানকার সমস্যা সমাধান করতে নবান্ন থেকে কালীঘাট থেকে, এসজেডিএ থেকে এসডিও সবাইকে জানানো হয়েছে। তারপরও কারও হেলদোল নেই। ফলে আমাদের আর আন্দোলন ছাড়া পথ নেই। ৬২ বছরের বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের আন্দোলনকে সকলে সমর্থন করুন।’ উল্লেখ্য,‘১৯৬২ সালে ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও স্থায়ী উপার্জনের জন্য বিধান মার্কেট করে দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কথা দিয়েছিলেন, ১০ বছর ব্যবসা করার পর মালিকানা দিয়ে দেবেন। কিন্তু তার আগেই বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হওয়ায় সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এরপর টানা দাবি দাওয়া জানালেও আজ পর্যন্ত কেউ কথাই শুনছেন না বলে অভিযোগ। আর এখান থেকেই ক্ষোভের সঞ্চার। অন্যদিকে এখনও এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, তিনি বিধান মার্কেটের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। নিকাশী, জলাধার, রাস্তা সহ নানা উন্নয়নের জন্য রাজ্যের কাছে ডিপিআর পাঠিয়েছেন। যদিও এসব কথা আর শুনতে নারাজ ব্যবসায়ীরা।

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপী সাহা

এক বাজার, নিয়ম হাজার

দুরন্ত প্রতিবেদন: একটাই বাজার। অথচ নিয়ম চলে পাঁচটা। সাড়ে ৯ একরের শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে আড়াই একর জমিতে ১৯৭৬ সালে লিজ দেওয়া হয়েছিল। বাকি যে ৭ একর জমি রয়েছে, সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ অ্যালোটি, কেউ ৯ বছরের এগ্রিমেন্টে আছেন, কেউ ১১ মাসের এগ্রিমেন্টে আছেন, আবার কেউ ৯২ বছরের লিজেও আছেন। কেন একটাই মার্কেটের ব্যবসায়ীদের হাজার রকম নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। কেন ৬২ বছর পরেও সকলে জমির মালিকানা পাবেন না? কেন এসজেডিএ (শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দ্বিধা করে, এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেতে রীতিমত ময়দানে কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছেন। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপী সাহা জানান, ‘আমাদের মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ীদের লিজ থাকায় ব্যাংক লোন থেকে বিমা সমস্ত সুবিধা আদায় করে নিতে পারছেন। অথচ অধিকাংশ ব্যবসায়ী ব্যবসা করার জন্য কোনও সুবিধাই নিতে পারছেন না। কারণ তাঁদের হাতে বৈধ কোনও নথিপত্র নেই।’ এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিধান মার্কেটের সব ব্যবসায়ী ধারাবাহিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রথমে অবস্থান বিক্ষোভ, পরে মৌন মিছিল, এরপর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন, এর পরবর্তীতে মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যায় বিক্ষোভ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আম উৎসব

মিয়াজাকি আম হাতে তরুণী। ছবি: অজয় রায়

দুরন্ত প্রতিবেদন : কোভিড মহামারিতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বহু কিছু। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আমের উৎসবও। এবারে ফের স্বমহিমায় ফিরছে ফলের রাজাকে নিয়ে জাঁকজমক অনুষ্ঠান। সেই সুমিষ্ট ফল নিয়ে রীতিমত ৩ দিন ধরে চলবে নানান চর্চা ও প্রতিযোগিতা। চলবে আম উৎসব। আয়োজকরা নামকরণ করেছেন 'গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল'। ২০১০ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের যখন ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছিল, তখন আম উৎসবের ভাবনা বলে উৎসবের নাম গীতাঞ্জলী নামেই রাখা হয়েছিল। এবারে তার সপ্তম বর্ষ। চলবে শিলিগুড়ি সিটি সেন্টারে। যে উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হাইব্রিড আমের চাপে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা গ্রাম বাংলার সুমিষ্ট আমের নানা জাত রক্ষা করা। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ বাংলাদেশ, নেপাল, বিহার থেকে প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম হাজির করানো হবে। চাষি আসবেন অন্তত ৮০ থেকে ১০০ জন। যাদের থেকে পছন্দমতো আম কেনার্ সুযোগ থাকবে। এর বাইরে দুস্প্রাপ্য সব আমের দেখা মিলবে বলে আয়োজকদের দাবি। উৎসব কমিটির অন্যতম প্রধান ব্যাক্তিত্ব রাজ বসু জানান,'উৎসবে ২০ টাকা কেজির আম থেকে ২০০০ টাকা কেজির আমও পাওয়া যাবে।' জানা গেছে, বৃদ্ধাঙ্গুলের আকার থেকে ৪ কেজি ওজনের ইয়াব্বড় আমও মিলবে এখানে। রাজ বসু জানান,'এবারের উৎসবেও নবাবি আমলের কোহিতুর আম আসবে। আকারে ছোট্ট। তুলোয় ভরে ওই আম পাঠানো হয়। এই আম কাটতে হয় বাঁশের পাতলা বাকল দিয়ে, নইলে কালো হয়ে যায়। যার দাম প্রায় ২০০০ টাকা কেজি। আম উৎসবের আয়োজক কমিটির সম্পাদক সংযুক্তা বসু জানান,'২০১০ সালে মডেলা কেয়ারটেকার স্কুলের পড়ুয়াদের আম খাওয়ানো থেকে উৎসবের উৎপত্তি। স্কুলের গাছের আম খেতে চাইত পড়ুয়ারা। কিন্তু আম পাকলে গরমের ছুটি হয়ে যেত। তাই আমরা পরে উৎসব করে সকলকে আম খাওয়াতাম। পরে আম খাওয়ানোর সঙ্গে আমের গাছ চেনানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়। এটাই ক্রমে আম উৎসবে রূপ নেয়। ইতিমধ্যে এই উৎসব গোটা বাংলায় একটা ছাপ রাখতে পেরেছে। এবারে আমকে ঘিরে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যেমন সুসম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তেমনি আম উৎসবের মাধ্যমে পর্যটনকেও তুলে ধরা হচ্ছে।' শিলিগুড়ির কাউন্সিলর তথা এই উৎসবের আরেক কর্মকর্তা অভয়া বসু জানান,'আম নিয়ে উৎসবে রোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন শো, আঁকা প্রতিযোগিতা ও আমের রেসিপি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।'

আড়াই লাখি মিয়াজাকি আম মিলছে উৎসবে

দুরন্ত প্রতিবেদন: এবারের সপ্তম 'গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল'এ বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম 'মিয়াজাকি' পাওয়া যাচ্ছে। জাপানি প্রজাতি মিয়াজাকি আমের মূল্য প্রতি কেজি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। সম্প্রতি বীরভূম দুবরাজপুরের এক চাষি নিজের বাগানে ১৫ কোটির এই আম ফলিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছেন। এত টাকার আম নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত। আম রক্ষার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হবার কথা ভাবছেন। শিলিগুড়ির আম উৎসবেও তাই মিয়াজাকি আম আনার ব্যাপারে ব্যাপক চেষ্টা চালান আয়োজকরা। অবশেষে বুধবার শেষবেলায় উৎসব কমিটির আহ্বায়ক সংযুক্তা বসু নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম তাঁরা উৎসবে হাজির করছেন। মাত্র ৪টি আম নিয়ে আসছেন এক চাষি। তবে তারচেয়ে বড় খবর হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) এই উৎসবে মিয়াজাকি অর্থ্যাৎ সূর্যডিম আমের চারা আনছে উৎসবে। স্বভাবতই আম উৎসব নিয়ে চরম উন্মাদনা শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আম বিশেষজ্ঞ সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া জানান, শুধু আম নয়, আমজাত আরও হরেক লোভনীয় খাবার থাকছে উৎসবে।

রবির টানে মংপু পানে

দোয়েল সরকার

বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। ভ্রমণে তার অপার আনন্দ। পাহাড় তাকে টানে, সমুদ্র মাতাল করে। আর ভ্রমণ গন্তব্যে যদি জুড়ে থাকে বাঙালির আবেগ, তবে তো কথাই নেই। এমনি এক অপরূপ গন্তব্যের নাম 'মংপু'। দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং মহকুমার অন্তর্গত। প্রায় ৪,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি গন্তব্য বিখ্যাত সিঙ্কোনা চাষের জন্য। কিন্তু সেই সিঙ্কোনা বাগানের ল্যান্ডস্কেপে সাদা মেঘের মতো উড়ে বেড়ায় বাঙালির আবেগ। যে আবেগের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র স্মৃতি বিজরিত মংপু তাই পর্যটন মানচিত্রে এক উজ্জ্বল হয়ে আছে। একদিকে মায়াবী পাহাড় অন্যদিকে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজরিত রবীন্দ্রভবন অপরূপ মংপুকে আরও রূপসী করে তুলেছে। এমনিতে মংপু ধ্যানস্থ সাধুর মতো, শান্ত। কোনওদিক দিগন্তজুড়ে সবুজ চা-বাগানের গালিচা, আবার কোথাও সিঙ্কোনা, অর্কিড, পাহাড়ি প্রকৃতির অপরূপ মিশেল। মনে হবে কোনও শিল্পী গভীর মমতায় তুলির রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোট্ট গ্রাম। দার্জিলিং থেকে মাত্র দেড় ঘন্টা দূরে অবস্থিত মংপুতে এক সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে টানা অবকাশ কাটাতেন আর নিবিড় সাহিত্যসাধনায় মেতে থাকতেন। আজকের এই শশব্যস্ত জীবনের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আপনিও আসতে পারেন সবুজ প্রকৃতির এই ছোট্ট ঠিকানায়। নির্ঘাৎ রিচার্জ হয়ে ফিরবেন। মন ভীষণরকম সুন্দর হবে। এখানকার হোম-স্টেতে ঘরোয়া খাবার আর দুর্দান্ত আতিথেয়তায় মিলবে উষ্ণতার পরশ। যদিও মংপুর রূপ ফুটে ওঠে বর্ষাতে। সে সময় সবুজ আর মেঘের খেলায় প্রকৃতি যেন মায়াবী রূপ নেয়। মংপুতে থেকে ঝুপ করে ঘুরে আসতে পারবেন তাকদা, তিনচুলে, পেশক, রংলি-রংলিয়টের মতো অসাধারণ জায়গাগুলি। সবুজ চা বাগানের পাশাপাশি পাইনের বন আপনাকে অন্যলোকে নিয়ে যাবে। এখানকার জঙ্গল, অর্কিড বাগান, কিউয়ি বাগান, সুরেল বাংলো, কমলাগ্রাম সিটং, অহলদাড়া, সেল্কু হিলস, নামথিং পোখরি লেক ঘুরে এলে স্বর্গের মতন মনে হবে। যারা ট্রেক ভালবাসেন তারা ট্রেক করে যেতে পারেন রাম্বিখোলা ওয়াটার ফলস ও লগ ব্রিজ। বর্ষায় এখানে পাখির সমারোহ দেখা যায়, তাই সিনচল এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যে অনেকেই আসেন বার্ডিং করতে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে মংপুর দূরত্ব ৫৪ কিমি। গাড়িতে যেতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা। গাড়ী ভাড়া আনুমানিক ৩৫০০-৪০০০ টাকা। হোম-স্টেতে থাকার খরচ ১৬০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে (খাওয়া সহ একজনের)। এছাড়া রবীন্দ্রভবনের পাশে এখন তৈরি করা হয়েছে গাছবাড়ি। সেটাও মন কাড়বে ভীষণ। শিলিগুড়ির যে কোনও ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখনই বুকিং করে নিতে পারেন। আগামী সংখ্যা থেকে আমরা চেষ্টা করব যোগাযোগের ঠিকানাও দিয়ে দিতে।

মংপুতে গাছবাড়ি

মংপু রবীন্দ্র ভবন

১ম পাতার পর

৬ লেনে বদলে যাবে...

তাহলে তীব্র যানজটে আগামী প্রজন্ম ভোগান্তির মধ্যে পড়বে।' উল্লেখ্য, বহু টানাপোড়েনের পর বালাসন থেকে সেবক পর্যন্ত দশাসই সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। এই সড়ক হলে শিলিগুড়ি শহরে ঢোকার ঝঞ্ঝাট বলে কিছু থাকবে না। কারণ দার্জিলিং মোড়ে পাঁচতলা রাস্তা হবে। সেইসঙ্গে থাকবে চওড়া সার্ভিস রোড। সাড়ে ৩ কিমি এলিভেটেড রোড হবে বলেও মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন। কাজ করবে স্টেট ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি। বালাসান থেকে সেবকের মধ্যে থাকা পাঁচটি নদীতে নতুন ৫টি সেতু তৈরি হবে। এর মধ্যে বালাসন, মহানন্দা, পঞ্চনই, চেঙ্গা রয়েছে। পুরো কাজের পর শিলিগুড়ির চেহারা সত্যিই বদলে যাবে। তাই এই কাজ যাতে কিছুতেই আটকে না যায়, তার জন্য এখন থেকেই সতর্ক করা শুরু করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র। তিনি স্পষ্ট জানান,'আমরা ২০০ শতাংশ সততার সঙ্গে যত্ন নিয়ে কাজটি করব। গোটা বিষয় প্রশাসন ঠিক করবে। এখানে প্রশাসনকে ডিঙিয়ে কেউ যেন পাকামি না করে, সেই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের অনুরোধ করেছেন।

প্যাডেলে পরিবেশ ভাবনা

দুরন্ত প্রতিবেদন: প্যাডেলে পা রেখে শিলিগুড়ির ১৪টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ৩০০ পড়ুয়া পরিবেশ ভাবনা ছড়িয়ে দিল গোটা শহরে। শহরকে দূষণ ও যানজট থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি নিজেদের শরীর ও মনকে চনমনে রাখার ক্ষেত্রেও যে সাইকেল কতটা সহায়ক সেটাও তুলে ধরা হল একটি দুর্দান্ত 'সাইক্লিং কম্পিটিশন'এর মাধ্যমে। যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ির 'দার্জিলিং পাবলিক স্কুল'। আতঙ্ক, ভয়াবহতার পাশাপাশি লকডাউন দেখিয়েছিল দূষণহীন পরিবেশ কতটা মনোময়। দূষণ না থাকায় সেসময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দোরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যেন। সেই লকডাউন সময়েই মানুষ নতুন করে সাইকেলমুখী হতে শিখেছিল নানা অভীজ্ঞতার নিরিখে। এবার সেই সাইকেলকে সবুজ যান হিসেবে তুলে ধরে পরিবেশ ভাবনা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কাজটি করল দার্জিলিং পাবলিক স্কুল। অ্যাডভেঞ্চার আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে সাইকেলকে তুলে ধরতে 'সাইক্লিং কম্পিটিশন'এর আয়োজন করেছিল তারা। তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নামী সাইকেল নির্মাণ সংস্থা ডেকাথলন, শিলিগুড়ি সাইক্লিং কমিউনিটি, ইন্সপিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাস, ফুলবাড়ি ট্রাফিক, ১০ম ও ১২ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল। আয়োজক কমিটির তরফে শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস, শুভম দত্ত ও প্রেরণা সিংহ জানান,'আমরা নতুন প্রজন্মকে আবার সাইকেলমুখী করতে এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সাইকেল চালানো শেখার মধ্যে দিয়ে ছোটদের আত্মবিশ্বাস ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোও লক্ষ্য। ২৮ মে ভোর সাড়ে ৫টায় এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় ফুলবাড়ি দার্জিলিং পাবলিক স্কুল ক্যাম্পাস থেকে। প্রতিযোগিতাটি ৩-৫ বছর, ৬-৮ বছর ও ৯-১২ বছরের শিশুদের জন্য পৃথকভাবে হয়েছে। দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের পড়ুয়ারা অধিকাংশ পুরস্কার জিতে নিয়েছে। এছাড়াও শ্রী শ্রী একাডেমী, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল, নির্মাণ বিদ্যা জ্যোতি স্কুল এবং হিমালয় ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ছাত্ররাও দক্ষতা দেখাতে পেরেছে।

বসুন্ধরায় বৃক্ষরোপণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সকাল সাড়ে ৯টায় বৃক্ষরোপণের সূচনা করলেন ১২৭ বর্ষীয় যোগগুরু পদ্মশ্রী স্বামী শিবানন্দজি। শিলিগুড়ির অদূরে বসুন্ধরায়। শতাব্দী পেরিয়েও শিবানন্দজি তাঁর সচল শরীর, প্রজ্ঞা ও জীবনবোধের ব্যাপ্তিতে মাটির সাথে দিন কাটান। বসুন্ধরার কর্ণধার তথা পরিবেশপ্রেমী সুজিত রাহা জানান, বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে ৪ জুন রবিবার বেলা ৩টে থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে ছিল পরিবেশ চর্চা। ৫ জুন পদ্মশ্রীর হাত ধরে শুরু হয় বৃক্ষরোপন। আর বসুন্ধরার সেই বৃক্ষরোপনে গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের যোগদান দেখে স্বামী শিবানন্দ উপস্থিত সকলকে অবাক করে আভূমীনত হয়ে অভিবাদন জানালেন বৃক্ষ চারা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নতুন প্রজন্মকে। সব মিলিয়ে এক অন্য রকম পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। প্রাণীত হলেন পরিবেশপ্রেমীরা।

রূপবদল

আপনারা যে প্লাস্টিককে বর্জ্য বলে ফেলে দেন, শিলিগুড়ির ইউনিক ফাউন্ডেশন সেটাকে সম্পদ করে তুলতে চায়। যে প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্লাস্টিক বোতল ফর এ চেঞ্জ'। যে কেউ নিত্য বর্জন করা প্লাস্টিকের বোতল ইউনিক ফাউন্ডেশনের কাছে পাঠালেই তাঁরা সেই ফেলে দেওয়া বোতলকে সুন্দর সব উপহার সামগ্রীকে বদলে দেবেন। যা আপনি কাউকে উপহার দেবার কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন। ইউনিকের শক্তি পাল জানান, আমরা বোতল থেকে যে ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করছি তা পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলবে। আমাদের যোগাযোগ–৯০৬৪১১১৯৪৩।

রোমা আবার সিনেমায়

শ্রুতি সরকার

রোমা রেশমী এক্কা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। তিনি ফের সিনেমায় নামতে চলেছেন। এবারে যে সিনেমায় অভিনয় করবেন, তার নাম– 'বিরসা দ্য হিরো'। তবে কোন্ চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও ঠিক হয়নি। সম্পূর্ণ আদিবাসী ভাষায় তৈরি হবে পূর্ণদৈর্ঘ্য এই সিনেমা। নতুন এই সিনেমার শুটিং হবে অসম ও উত্তরবঙ্গে। পরিচালক কুশল তান্তি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন অসমের সুজিত লাকড়া। রেইনবো প্রোডাকশন হাউসের এই সিনেমা পুজোর আগেই রিলিজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রোমা রেশমী এক্কা জানান,'আমার উদ্দেশ্য আমার আদিবাসী সমাজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আদিবাসী সিনেমা তৈরি হবে, সেখানে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী তরুণ তরুণীরা অভিনয় করবেন। আদিবাসী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে। এসব স্বপ্ন অনেকদিনের। এবারে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করতে চাইছি।' উল্লেখ্য, রোমা রেশমী এক্কা প্রথম সিনেমায় অভিনয় করছেন না। ২০১৮ সালে তিনি কলকাতার চলচ্চিত্র ভবনে ফিল্ম মেকিং নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। এরপর আদিবাসী ভাষায় 'মোর স্বপ্ন' ও 'টেম্পার' নামে দুটি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। পরবর্তীতে টলিউডে 'তোমায় আমায় মিলে' 'কিরিটি'তে কাজ করেছেন। সিনেমায় অভিনয়ের সুবাদেই আদিবাসী সমাজে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে।

সেই পরিচিতির সুবাদেই মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। আর প্রথমবার নির্বাচনে লড়েই বাজিমাত করেছেন। সিনেমা তৈরি হলেও তার কাহিনী কী হবে, সেই বিষয়ে সামান্য তথ্য জানিয়েছেন রোমা। বলেছেন, একটা বাণিজ্যিক সিনেমা যেমন হয়, তার সমস্ত গুণাবলী থাকবে। অ্যাকশন, রোমাঞ্চ থেকে সব। তবে এই সিনেমার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হবে। আদিবাসী বিরসা মুন্ডা একসময় ইংরেজদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুন্ডা বিদ্রোদের নেতা। অথচ আজকের আদিবাসী সমাজ নিজের অধিকার রক্ষার জন্য সামান্য আন্দোলনেও ভয় পায়। এই সিনেমায় একটু অন্যভাবে সেই বিরসা মুন্ডাকে নিয়ে আসা হবে।

'কোই হ্যায়' এর প্রিমিয়ারে হাউসফুল

দুরন্ত প্রতিবেদন: অভাবনীয় দর্শক সমাগমের মধ্যে দিয়ে প্রিমিয়ার হল শিলিগুড়িতে তৈরি শর্টফিল্ম 'কোই হ্যায় (সামওয়ান দেয়ার)' এর। উই ফিল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির যৌথ নির্দেশিত এই শর্ট মুভির প্রিমিয়ার হয়েছে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা লজে। 'কোই হ্যায়' দেখতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সভাপতি সঞ্জীবন দত্তরায়, সম্পাদক প্রদীপ নাগ, সমাজসেবী রবীন্দ্রকুমার জৈন, সুরেশ সিঙ্ঘাল, শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি মানস ব্যানার্জি সহ শহরের নামী অনেক মানুষ। মাত্র ছয় মিনিটের এই হিন্দি শর্ট ফিল্ম ইতিমধ্যে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১২টি পুরস্কার জিতেছে। ছবির পরিচালক পরাগ বিশ্বাস ও দীপিকা বিশ্বাস বলেন,'শিলিগুড়ি থেকেও ফিল্ম তৈরি করা যায়, এটা প্রমাণ করা

আমাদের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় লক্ষ্য হল উত্তরবঙ্গের শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া। মানুষের সহযোগিতায় আমরা সেই কাজ করে যেতে পারছি।' উল্লেখ্য, শিলিগুড়িতে বসেই পরাগ বিশ্বাস ও দিপীকা বিশ্বাস দীর্ঘদিন থেকে শর্ট মুভি তৈরি করে চলেছেন। শুধু তৈরি করাই নয়, সেই সব শর্ট মুভি ইতিমধ্যে গোটা পৃথিবী থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। উই ফিল ক্রিয়েশনের 'দ্য রিটার্ন গিফট' ও 'দ্য টেরোরিস্ট' যথাক্রমে ৫০টি ও ৪৩টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। ওইদিন এই দুটি মুভিও প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি মিউজিক ভিডিও আমি চাই, ভেসে যাব এবং পাহাড়িয়া বাঁশি দেখানো হয় দর্শকদের।

প্রযুক্তির লড়াইয়ে টিকে থাকতে এবার সিসিএন আনছে আইপিটিভি পরিষেবা

দুরন্ত প্রতিবেদন: সিসিএন তার গ্রাহকদের জন্য আরও উন্নত পরিষেবা দিতে দ্রুত নিয়ে আসছে আইপিটিভি। বৃহৎ পুঁজির কাছে টিকতে না পেরে যখন ছোট ছোট কেবল চ্যানেল হাত তুলে দিতে শুরু করেছে, তখন সিসিএন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলার পথেই হাঁটতে চাইছে। আইপিটিভি নিয়ে এলে সিসিএন এর গ্রাহকরা আরও বেশি বেশি চ্যানেল উপভোগ করতে পারবেন।

সবচেয়ে বড় বিষয় হল সিসিএনের গ্রাহকরাও তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিভি দেখার সুযোগ পাবেন। এবার জানার বিষয় হলো আইপিটিভি আসলে কী। আইপিটিভির পুরো নাম হলো ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিভিশন। আইপিটিভি এমন একটি সিস্টেম যা ব্রডব্যান্ড বা ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছয়।

কেবল কিংবা স্যাটেলাইট টিভিতে অনুষ্ঠিত কোনও অনুষ্ঠান একবার দেখার পর পুনরায় দেখার সুযোগ নেই, যতক্ষণ না পুনরায় টেলিকাস্ট করছে। আইপিটিভি যেহেতু ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রোটোকল টেলিভিশন, ফলে এই ক্ষেত্রে যখন খুশি যেখানে খুশি ইচ্ছা মতো টিভির অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব। কেবল কম্বাইন কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড হল পশ্চিমবঙ্গের একটি বিখ্যাত কেবল টিভি এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা।

সিসিএন নামে পরিচিত এই সংস্থাটি ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।মূলত স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিষেবা প্রদানকারী এই সংস্থা ২৮ বছর ধরে পরিষেবা দিয়ে শিলিগুড়ির মানুষের কাছে একান্ত নিজস্ব চ্যানেলের জায়গা করে নিতে পেরেছে।

সিসিএনের প্রাক্তন ডিরেক্টর অংশুমান চক্রবর্তী জানান, ইন্টারনেট এখন পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। নেটের মাধ্যমেই এখন যাবতীয় ভিডিও, সিনেমা দেখার চল শুরু হয়েছে। এখানে পিছিয়ে থাকলে আর এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। তাই যুগের সঙ্গে নিজেদের যোগ্য রাখতেই আইপিটিভি আনা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাব সভাপতির দায়িত্বে

পুনরায় মানস রঞ্জন ব্যানার্জি

দুরন্ত প্রতিবেদন: সাংবাদিক মানস ব্যানার্জি পুনরায় শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বে এলেন। ২০২২ সালের নির্বাচনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সময়কাল ছিল ২০২৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত। কিন্তু ঘটনাক্রমে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাঁকেই দায়িত্ব সামলাতে হবে। তিনি এই দায়িত্ব না নিলে সভাপতির পদ শূন্য হয়ে পড়ত। তাতে ক্লাব পরিচালনা কাজ সমস্যায় পড়ে যেত। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যদের চাওয়াকে মর্যাদা দিতে মানস ব্যানার্জি পুনরায় সভাপতির দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছেন। বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম সাংবাদিকদের ক্লাব 'শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাব'। ২০২২ সালের নির্বাচনে সভাপতির পদে টাই হয়। সমান সমান ভোট পান মানস ব্যানার্জি ও সঞ্জীত সেনগুপ্ত। ক্লাব সংবিধানে এমন সমস্যার সমাধানে কোনও পথ দেখানো না থাকায় নির্বাচন কমিশন টসের সিদ্ধান্ত নেয়। সঞ্জীত সেনগুপ্ত প্রস্তাব রাখেন যিনি টসে জিতবেন তিনি প্রথম বছর এবং অন্যজনকে দ্বিতীয় বছরের দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিলে ক্লাবের পরিবেশ ভাল থাকবে। সেইমতো মানস ব্যানার্জি প্রথম বছর দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ৬ মে সাংবাদিকদের সম্মেলনে যখন সঞ্জীত সেনগুপ্তকে পরের বছরের জন্য সংবর্ধনা জানানো শুরু হয়, তখন তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করেন ওই দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি চান। কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতার কথা লিখিতভাবে জানান। তাতেই জটিলতা শুরু হয়। ফলে সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সকলের মতামত নিয়ে ঠিক হয় মানস ব্যানার্জিই অতিরিক্ত এক বছর দায়িত্ব পালন করুন। মানস বাবু ক্লাবের হিতার্থে ওই দায়িত্ব নিতে রাজি হন। ক্লাব সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তী জানান,'আমরা তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম সদস্যদের। সকলে তার মধ্যে থেকে বিদায়ী সভাপতিকেই দায়িত্ব নেবার অনুমতি দিয়েছেন।'

নর্থবেঙ্গল স্টার অ্যাওয়ার্ড-২৩

দুরন্ত প্রতিবেদন: তারকার অভাব নেই উত্তরবঙ্গে। এমনকি এই শিলিগুড়ি শহরেই হরেক মেধা ছড়িয়ে আছে। এই ছোট্ট ৪২ বর্গ কিমি এলাকার মধ্যেই সমাজসেবী, উদ্যোগপতি থেকে লেখক, শিল্পী, কবির ছড়াছড়ি। তাঁদের পরিচিতিও বাংলাজুড়ে, অনেকে বাংলার বাইরেও নন্দিত। তা সত্ত্বেও নিজের এলাকায় কোনও সংগঠন দ্বারা সম্মানিত হতে পারার আনন্দ আলাদা। শিলিগুড়ি শহরে এবারে খবর সময় নিউজ পোর্টাল ও রেডিও মিষ্টি উত্তরবঙ্গের কৃতীদের সম্মানিত করার কাজ শুরু করল। এ বছর তারা শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অন্তত ১৯ জন ব্যক্তিত্ব এবং ১০টি সংস্থাকে 'নর্থবেঙ্গল স্টার অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' দিয়ে স্বীকৃতি জানালেন। খবর সময় পোর্টালের ডিরেক্টর সঞ্জয় শর্মা ও রেডিও মিষ্টি'র ডিরেক্টর নিশান্ত মিত্তালের এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভাল। এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানকে আরও আলোকিত করেছেন বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার এবং কোচ নয়ন মোঙ্গিয়া এবং পদ্মশ্রী করিমুল হক। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণিল করে তুলেছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ বছর 'নর্থবেঙ্গল স্টার অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' যারা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন, খাদ্যশিল্পে শেফ জোসেফ রোজারিও, নির্মাণশিল্পে আর কে জৈন, সেরা খাদ্য গন্তব্যে নেতাজি কেবিন, অনুপ্রেরণা পুরস্কার পূজা গুপ্তা, কৃষিতে নতুন ভাবনায় প্রশান্ত চৌধুরি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিপুল কেডিয়া ও নন্দ কিশোর আগরওয়াল, সামাজিক পরিষেবায় ডাঃ পি ডি ভুটিয়া, কোভিড মেডিক্যাল পরিষেবায় অভিষেক বালি, সাহিত্যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সমাজকর্মে দেবাশিস সরকার, সমাজসেবায় ড. অনির্বাণ নন্দী ও পৌলমী চাকি নন্দী, পেশাদারি কৃতিত্বে সাকিলা গুরুং, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সামওয়ার্মাল আগরওয়াল, স্টার্ট আপে জোনিওন অ্যাপ ও অধীরাজ আগরওয়াল, উদ্ভাবনীতে সঞ্জিত সাহা এবং ক্রীড়ায় মনোজ মহম্মদ। অন্যদিকে সামাজিক পরিষেবায় অসামান্য অবদানের জন্য সংবর্ধিত হয়েছে— মাতৃছায়া, উদয় স্কুল, মহাবীর ইন্টারন্যাশনাল, মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল, সাহু যুব পরিষদ, আচার্য তুলসী ডায়াগনেস্টিক সেন্টার, ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) এবং লায়ন্স তেরাই ব্লাড ব্যাংক।

হাই জাম্পে সোনা

হাই জাম্পে বিশাল সাফল্য এনে দিলেন শিলিগুড়ির আশরাফ আলি। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে সোনা জিতেছেন তিনি। লাফিয়েছেন ২.১৩ মিটার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে আশরাফ এই সাফল্য নিয়ে আসায় খুশি কোচ বিবেকানন্দ ঘোষ। শিলিগুড়ি ফিরতেই সংবর্ধনায় মুড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায়মুখার্জি নিজের দপ্তরে তাঁকে সংবর্ধনা দেন। এরপর ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমস থেকেও পদক আনতে মরিয়া তিনি।

সোনা পেল সুরজিৎ

নেপালে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কাড়ল শিলিগুড়ির খেলোয়াড় সুরজিৎ মুখার্জি। ভারত ক্যারাটে আকাদেমির খেলোয়াড় সে। সাত দেশীয় প্রতিযোগিতায় সুরজিৎ মুখার্জি সিনিয়র বিভাগে সোনা জিতেছেন। অন্যদিকে ১৮ বছরের অধিক মহিলা বিভাগে সোনালি সরকার ছিনিয়ে এনেছেন রুপা। মেয়েদের ১৩–১৪ বছরের ক্যাডেট বিভাগে রুপা পেয়েছে সেতু মণ্ডল।

৭৫ বরণে লিগ

৭৫ বছরে পা দিচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। এই দীর্ঘ পথচলাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথমবার ফ্লাড লাইটে প্রথম ডিভিশন ফুটবলের ফাইনাল খেলা আয়োজন করতে চলেছে। সেইসঙ্গে লিগে দু'টি সেমিফাইনালও ফ্লাড লাইটে করার আয়োজন সাড়া। জানিয়েছেন ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য। ঘোষণার সময় হাজির ছিলেন ক্রীড়া পরিষদের কার্যকরী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, সচিব কুন্তল গোস্বামী, সহ–সচিব অনুপ বসু সহ অন্যরা। এই লিগে ১০টি দল অংশগ্রহণ করছে। গ্রুপ 'এ'–তে রয়েছে– রবীন্দ্র সঙ্ঘ, তরুণতীর্থ, নরেন্দ্রনাথ ক্লাব, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রুপ 'বি'–তে খেলবে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, শিলিগুড়ি কিশোর সঙ্ঘ, এনজেপি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, নবীন সঙ্ঘ এবং নবোদয় সঙ্ঘ।

হক্কা

দুরন্ত প্রতিবেদন: রীতিমত ছক্কা হাঁকাল শিলিগুড়ির স্বস্তিকা যুবক সঙ্ঘ। ব্যাটিংয়ে নয়, বরং জাঁকজমক একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে এই ছক্কা হাঁকিয়েছে স্বস্তিকা। ২০২৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহটাকে বহুদিন মনে রাখবেন শিলিগুড়ির মানুষ। একটা টুর্নামেন্টের মাধ্যমে কীভাবে মানুষকে চুম্বকের মতো মাঠে টেনে আনা যায়, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে স্বস্তিকা ক্লাব। আইপিএলের ধাঁচে শিলিগুড়িতে আয়োজিত স্বস্তিকা যুবক সঙ্ঘের টি-২০-র আসর মাইলস্টোন হয়ে থাকল উত্তরবঙ্গের খেলার ইতিহাসে। ফ্লাড লাইট, কালার ড্রেস, চিয়ার লিডার, জায়ান্ট স্ক্রিন, মিউজিক, কমেন্ট্রিতে যেন অবিকল আইপিএল। জমকালো সব ব্যাপার স্যাপার। এমন আয়োজনে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবেরও বুক যে চওড়া হয়েছে, সেটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই দিব্যি বোঝা গেছে। বহুদিন পর তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পাগলের মতো ছুটেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। এমনকি যারা খেলায় আসক্ত নন, তাঁরাও মাঠে গেছেন স্রেফ আলোয় আলোয় স্বপ্নের মতো সাজানো স্টেডিয়াম উপভোগ করতে। ব্যস্ত বাণিজ্য নগরী হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি শহরে ক্রিকেটের আসর রাতে করায় সফলতা নিশ্চিত হয়েছে। মানুষ নিজ নিজ কাজ শেষ করে অবসরে খেলাটাকে গোগ্রাসে গিলতে পেরেছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, "যুগ পাল্টেছে। মানুষের রুচিও পাল্টেছে। এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বুঝেছি, যুগোপযোগী খেলার আসর করলে দর্শক আসতে বাধ্য। আর দর্শক সাড়া দিলে আমরাও চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।"

প্যাকেজেই হিট শিলিগুড়ি আইপিএল : মনোজ

শিলিগুড়ি আইপিএল। শুধুমাত্র এই নামকরণেই আধা সাফল্য এসেছে স্বস্তিকার টি-২০-তে। রাতের মায়াবী আলোয় অসাধারণ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল গোটা শিলিগুড়ি। কীভাবে এল সেই সাফল্য, তাই নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা তাঁর অভীজ্ঞতার কথা জানালেন 'দুরন্ত সাতদিন'কে।

'ক্রিকেটকে শুধু খেলা হিসেবে নয়, বরং খেলা ও বিনোদনের প্যাকেজ করতে পারলেই মানুষ মুখিয়ে গ্রহন করছে। শিলিগুড়ি আইপিএল সেকারণেই হিট হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে অবশ্যই এই শহরের সর্বস্তরের মানুষের অনবদ্য সহযোগিতা তো আছেই। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির খেলার ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল সপ্তাহ উপহার দিতে পেরে অত্যন্ত খুশি।' আইপিএলের ধাঁচে শিলিগুড়িতে আয়োজিত স্বস্তিকা যুবক সঙ্ঘের টি-২০'র আসর প্রসঙ্গে অকপট জবাব মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার। মে মাসের প্রথম সপ্তাহজুড়ে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রাত্রিবেলায় ফ্লাড লাইটের আলোয় চলেছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সেই খেলা এতটাই সাফল্য লাভ করেছে যে, গোটা ক্রীড়া পরিষদ খেলা নিয়ে নতুন করে ভাবা শুরু করেছে। কোনও খেলায় দর্শক টানতে হলে যে যুগোপযোগী সার্বিক পরিকল্পনা প্রয়োজন সেটা মাথায় ঢুকেছে অনেকেরই। মনোজ ভার্মা জানান, গতবছর শিলিগুড়ি লিগ করার সময় রাত্রিকালীন টুর্নামেন্ট প্রথম শুরু করি। তখনই মনে হয়েছিল এর ভবিষ্যৎ আছে। সেই মতো সর্বস্তরে কথা বলি। এবার যখন পুনরায় রাতের ক্রিকেট নিয়ে পরিকল্পনা করি, তখন ক্রীড়া পরিষদ বিশেষ কারণে প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি। ফলে আমি আমার ক্লাবকে প্রস্তাব দিই। ক্লাব রাজি হয়। এরপর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে জানাতেই মাঠের ব্যবস্থা করে দেন। তারপরের সমস্তটা শিলিগুড়ির সকলে জানেন।' মনোজবাবু জানান, আমরা চেষ্টা করেছি খেলার সঙ্গে বিনোদনের সম্পূর্ণ প্যাকেজ দেওয়ার। যাতে শহরের কিশোর, তরুণ, বয়স্ক থেকে মহিলা সকলে মাঠমুখী হয়েছেন। এমনকি সিনিয়র ও জুনিয়র ক্রিকেটার, সাংবাদিক সবাই রোজ মাঠে এসেছেন বলেই আমাদের সাহস দ্বিগুণ বেড়েছে। আশা করছি এই সমর্থন থাকলে আগামীতে আরও আধুনিক টুর্নামেন্ট করে দেখাতে পারব।' তবে এতবড় ক্রিকেটের আসর করার জন্য অর্থ একটা সমস্যা। মনোজ ভার্মা জানান, সেই সমস্যা অনেকে কাটিয়েছেন স্পনসরশিপের মাধ্যমে, অনেকে আবার কথা দিয়ে কথা রাখেননি। তা সত্ত্বেও ধন্যবাদ শহরের সব্বাইকে।